উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 25 November 2021 Thursday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in JAL

মার্চ পর্যন্ত বিনামূল্যে কেন্দ্রের র‍্যাশন

সাতের পাতায়

ঘূর্ণি পিচে কিউয়ি-বধের ছক

তেরোর পাতায়

রাজনৈতিক বিরোধিতা ভুলে পাশাপাশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নয়াদিল্লিতে। –পিটিআই

মেটেলি বাগানে প্রাণ গেল তরুণের

ভল্লুক পিটিয়ে মারল জনতা

মেটেলি ও নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : ডুয়ার্সে মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাতে এবার মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। বুধবার দুপুরে মেটেলি ব্লকের মেটেলি চা বাগানের ১৩ নম্বর সেকশনে ভল্লুকের হামলায় মৃত্যু হয় দীবেশ খালকো (১৮) নামে ওই পড়ুয়ার। বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো চা বাগানে কাজ করার সময় শ্রমিকরা ভল্লুকটিকে দেখতে পান। দেখামাত্রই গোটা বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সেখানে যান বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা ও মেটেলি থানার পুলিশ। ভল্লুক দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। এরই মধ্যে দুপুরে বাগানের স্কুল পড়ুয়া এক ছাত্রের মাথা খুবলানো দেহ উদ্ধার হয়। জনতার সন্দেহ হয়, ছেলেটিকে মেরে মাথা খুবলে খেয়েছে ভল্লুক। এরপরই উত্তেজিত জনতা ভল্লুকটিকে ঘিরে বাঁশ-লাঠি দিয়ে বনকর্মী ও পুলিশের সামনেই পিটিয়ে মারে।

মৃত যুবক নাগরাকাটার একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাবা অসুস্থ থাকায় সে গত সোমবার স্কুল থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। স্কুলের অধ্যক্ষ মেজর অমরজিৎ সিং চৌহান বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। বাবা মালবাজার হাসপাতালে ভর্তি থাকায় সে ছুটি নিয়ে বাড়ি যায়। বলেছিল, মা ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডে বাবার দেখভালের জন্য বাড়ি যাচ্ছে। এদিন এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাই।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ১০টা নাগাদ ভল্লুক বাগানে ঢোকার খবর পেতেই আশপাশ থেকে দলে দলে লোক ভিড় করে। এত লোক দেখে ভল্লুকটিও বাগানে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। এভাবে ঘণ্টাচারেক কেটে গেলেও বনকর্মীরা ভল্লুকটিকে জঙ্গলে ফেরাতে পারেননি। মেটেলি থানা থেকে ঘটনাস্থলে গুটিকয়েক পুলিশকর্মী পৌঁছালেও তাঁদের পক্ষে জনতাকে সামলানো সম্ভব হয়নি।

এদিকে দুপুর ২টা নাগাদ বাগানে এক স্কুল ছাত্রের মাথা খুবলানো দেহ উদ্ধার হয়। বাগানের বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়, কোনওভাবে ওই ছাত্র ভল্লুকটির সামনে পড়ে গিয়েছিল। তাকে মেরে মাথা খুবলে খেয়েছে বুনো। এরপরই বাগানের বাসিন্দারা দলে দলে বাঁশ-লাঠি হাতে ভল্লুকটিকে ঘিরে ফেলে। গুটিকয়েক পুলিশকর্মী ও বনকর্মীদের সামনে ক্ষিপ্ত জনতা ভল্লুকটিকে ঘিরে ফেলে পিটিয়ে মারে। ঘটনার খবর পেয়ে আরও পরে মালবাজারের এসডিপিও রবিন থাপা বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। ততক্ষণে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারকে মেরে ফেলেছে জনতা।

মৃতের জেঠিমা যমুনা খালকো বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেন, 'সকাল ১০টায় বাগানে ভল্লুক ঢুকলেও বনকর্মীরা সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে পারেনি। দুপুর ২টা নাগাদ ভল্লুকের আক্রমণে তরতাজা ছেলেটা মারা গেল। বরাবরই বাগানে হাতি ও অন্য বন্যপ্রাণীরা ঢুকলে বনকর্মীরা আসতে দেরি করে।' পরিবারের এক সদস্যের সরকারি চাকরি সহ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন মৃতের আত্মীয়রা।

বাগানের শ্রমিক নেতা রোহন মিঞ্জ বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এইভাবে একটি তাজা প্রাণ চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছি না। এতদিন শুধু এখানে হাতি ও চিতাবাঘের আনাগোনা ছিল। এখন নতুন করে ভল্লুকের আতঙ্ক হল।'

গোটা ঘটনায় বন দপ্তর ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। তাদের সকলেই মনে করছে, পুলিশ ও বন দপ্তর জনতাকে সরিয়ে দিয়ে ভল্লুকটিকে বনে ফেরানোর ব্যবস্থা করলেই এমন ঘটনা ঘটত না। অতি উৎসাহে অনেকে ভল্লুকের কাছে চলে যাওয়াতেই এমন ঘটনা ঘটল। খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে যান পরিবেশপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে। তিনি বলেন, 'বাগানে ভল্লুক ঢোকার পরেই যদি প্রশাসনের তরফে লোক বাড়িয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে ওই তরতাজা যুবক ও ভল্লুকের মৃত্যু হত না।' পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার ও নফসর আলি মনে করেন, মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত রোধে বন দপ্তরের আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত। ছাত্রের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে বিষয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।

বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার লায়েক বলেন,

এরপর দশের পাতায়

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃত ভল্লুকের দেহ। ছবি : রহিদুল ইসলাম

বঙ্গশ্রী

আলুবীজে স্বনির্ভর বাংলা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে হাইটেক আলুবীজ তৈরি করেছে রাজ্য। মশারির নীচে উৎপাদিত আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিতে স্থিতিশীল ওই বীজের উত্তরবঙ্গে বিপণনও শুরু হয়ে গিয়েছে। বীজের ব্র্যান্ড নাম 'বঙ্গশ্রী'। ১৫-১৬ রকমের ভাইরাসের আক্রমণে হামেশাই বিপর্যয়ের শিকার আলু চাষের ক্ষেত্রে বঙ্গশ্রী গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী কৃষি বিজ্ঞানীরা। রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা ডঃ সম্পদরঞ্জন পাত্র বলেন, 'নয়া বীজ রোগমুক্ত। তা থেকে ফলন বেশি মিলবে। উৎপাদন খরচও কম। এককথায় কৃষকরা লাভবান হবেন।'

কী সুবিধা

- সাধারণ আলুবীজ খোলা আকাশের নীচে তৈরি হওয়ায় ভাইরাসের ছোবল থাকে
- পাতা কুঁকড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ফলন মার খায়
- বঙ্গশ্রী বীজ ভাইরাস প্রতিরোধক হওয়ায় ফলন মার খাওয়ার সম্ভাবনা কম

বর্তমানে সার্টিফায়েড আলুবীজের অন্যতম ভরসা পঞ্জাবের জলন্ধর। সেখান থেকে বীজ আনতে পরিবহণ খরচ বাবদ অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। ফলে চাষির ক্রয়মূল্য বেশি পড়ে। আলু চাষে প্রচুর পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়। কৃষি দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, আলু চাষে যত খরচ হয় তার অর্ধেকই চলে যায় বীজের পেছনে। প্রতি হেক্টর ধান চাষে বীজ বাবদ খরচ হয় ২ হাজার টাকা। সেখানে আলুর ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। ফলে খরচ কমাতে কৃষকদের চাহিদা থাকে ছোট আকারের বীজ, যা বঙ্গশ্রীতে মিলবে বলে কৃষিকর্তারা জানাচ্ছেন।

নয়া বীজ প্রথমে রাজ্যের আলু ও ভুট্টা গবেষণাকেন্দ্রে তৈরি করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বাণিজ্য সম্মেলনে আসতে রাজি মোদি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : এই অস্বস্তি ঢাকবে কী করে বিজেপি? রাজ্য সরকারের যে শিল্প সম্মেলন ঘিরে নানা বক্রোক্তি করে থাকে বিজেপি, সেই কর্মসূচির উদ্বোধন করতে রাজি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর মাত্র ক'দিন আগেও রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রকে চিঠি দিয়ে ওইসব সম্মেলনে কত বিনিয়োগ এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ চেয়েছিলেন। রাজ্যপালের ওই চিঠিতে শিল্প সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের সুর স্পষ্ট ছিল।

প্রধানমন্ত্রী কিনা সেই সম্মেলন উদ্বোধন করতেই রাজি হয়ে গেলেন। নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করার পর বুধবার এই খবরটি দিলেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আগামী বছর এপ্রিল মাসে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন উনি।' তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু তার প্রভাব যাতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে না পড়ে, সেজন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি।'

আগামী ২০ এবং ২১ এপ্রিল কলকাতায় বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হওয়ার কথা। সেখানে মমতা যদি নরেন্দ্র মোদিকে উপস্থিত করতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে তা ওই সম্মেলন সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার মোক্ষম জবাব হবে। যদিও এবারের সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের সুর শোনা গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গলায়।

দিদির পাশে সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাউথ অ্যাভিনিউয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'রাজ্যে শিল্পের অবস্থা করুণ। তার ওপর রয়েছে কোভিড। বহু দেশ আসবে কি না সম্মেলনে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে কেন্দ্র যদি রাজ্যের সাহায্যে কাজ করে, তাহলে বাণিজ্য মেলা রাজ্যের জীবিকাহীন মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত ও দিকনির্দেশের কাজ করতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের আগে থেকেই বিরোধীরা এদিন ফের মোদি-মমতা সমঝোতার তত্ত্ব আওড়াতে শুরু করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, 'কংগ্রেসকে কীভাবে আরও ভাঙা যায়, মমতাকে হয়তো সেই পরামর্শই দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বিএসএফ নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনায় মমতা তো অংশ নেননি। মোদির সঙ্গে এবিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলায় ওঁর সুবিধাই হয়েছে।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বৈঠকের সঙ্গে রাজ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থে মোদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন মমতা।' ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী যতবার দিল্লি গিয়েছেন, ততবার বিরোধী জোট গঠনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই সফরে কিন্তু বিরোধী জোট গঠন নিয়ে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

কৃষি আইন বাতিলে সিলমোহর

আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যাতে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করা যায় সেই সংক্রান্ত একটি বিল বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পাস করানো হয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বলেন, পাঁচদিনের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

প্রতিভার খোঁজে টি গোল্ড কাপ

চা বাগান থেকেই পরবর্তী স্টার ফুটবলার তুলে আনতে চাইছে শ্রম দপ্তর। সেই লক্ষ্যে উত্তরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে টি গোল্ড কাপ। আয়োজনের দায়িত্বে থাকছে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

আজ থেকে প্রাথমিকে নিয়োগপত্র

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর।

ওই পদে নিয়োগের জন্য বুধবার যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রথম দফায় ৪৭৪ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। মেধাতালিকায় উত্তীর্ণদের নামই তালিকায় আছে বলে পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে। ওই সূত্রে খবর, আরও ৭৩৮টি পদে শীঘ্রই নিয়োগ করা হবে।

বৃহস্পতিবার থেকেই ওই তালিকায় উল্লিখিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'যাঁরা অফলাইনে আবেদন করেছিলেন এবং প্রথম মেধাতালিকায় যাঁরা আসতে পারেননি, তাঁদের মধ্যে থেকে সফলদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।'

২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ করা নিয়ে চাপ ছিলই। বয়সসীমা পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ করা হচ্ছে না অভিযোগে চাকরিপ্রার্থীরা বারবার বিক্ষোভ দেখানোর পর দ্রুত নিয়োগে তৎপর হয় রাজ্য সরকার। ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের একটি তালিকা তৈরি করে পর্ষদ। ওই প্রার্থীদের সকলেই অফলাইনে আবেদন করেছিলেন।

এঁরা প্রত্যেকেই ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হন। গত ২৭ অক্টোবর এঁদের সমস্ত নথির স্ক্রুটিনি, তথ্য যাচাই, ভাইভা, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হয়। ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিয়োগ সংক্রান্ত নোটিশের ভিত্তিতে তাঁদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল। ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট-এর প্রশ্নপত্রে ভুলের কারণে যেসব চাকরিপ্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁদের টেট উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়।

সেই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রাথমিক

এরপর দশের পাতায়

ফোর লেন আটকে সাড়ে ছয়শো মিটারে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : জট ছিল সাড়ে ৬ কিমি রাস্তা নিয়ে। কমতে কমতে তা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাড়ে ছয়শো মিটারে। কিন্তু পুরোপুরি জট কাটছে না কিছুতেই।

ধূপগুড়ি শহরকে বাইপাস করে মাত্র সাড়ে ছয় কিলোমিটার ফোর লেন তৈরির জন্য জমি সমস্যা চলছে টানা তেরো বছর ধরে। দীর্ঘ প্রায় দেড় দশকে বদলে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। জমিজট কাটানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কতবার বদল হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। ক্ষতিপূরণ বাবদ অধিগৃহীত জমির সরকারি দর এবং অন্যান্য কাঠামো ও আবাদের দরও বদল হয়েছে দশবারের বেশি। আটকে থাকা রাস্তার কাজ শুরু করতে দিল্লির চাপ আছে। দ্রুত জমি জরিপ করে হস্তান্তর করার জন্য জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের ওপর প্রতিনিয়ত বেড়েছে রাজ্যের চাপ। সময়ের সঙ্গে ওঠানামা করেছে ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক জমিদাতার সংখ্যা এবং মনোভাব। জমি সমস্যা মেটানোর একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে কার্যত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সেইসঙ্গে দ্রুত বাকি অংশের জরিপ করে ক্ষতিপূরণের চেক বিলি এবং জমি হস্তান্তর করতে চাইছেন তাঁরা।

দ্রুত বাকি সমস্যা মেটার বিষয়ে আশাবাদী জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু। তিনি বলেন, 'নিরানব্বই শতাংশের বেশি সমস্যা ইতিমধ্যেই মিটে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়